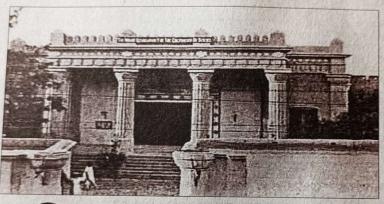
We are proud of Mr. Tapas Kumar Basu



ग गा प का स

By Hora Bing



বিজ্ঞান সমীপেষু

বিজ্ঞানের উৎকর্ষে বাংলার ভূমিকা অপ্রগণ্যবিশিষ্ট চর্চা থেকে সামাজিক আন্দোলন।
চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। পরে গবেষণার জন্য
'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন
অফ সায়েল'-এ (ছবিতে পুরনো ভবন)
যোগদান। ১৯২৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি বণালি
বিশ্লেষণ তত্ত্ব— যেটি 'রামন এফেক্ট' নামে

পরিচিত— আবিদ্ধার করেন। ১৯৩০ সালে তারই স্বীকৃতিতে নোবেল পুরস্কার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুবের কাছে পৌছে দিতে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যোগাযোগ আয়োগ-এর আবেদনকরে, ২৮ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিকসে, হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। এ বার থিম 'শ্লোবাল সায়েল ফর গ্লোবাল ওয়েল বিয়িং'।

পার্ক সাকাস ময়দান থেকে মিউজিয়াম-পদযাত্রায় বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার অনুষ্ঠানের স্চনা সকাল সাড়ে ৭টায়। বিজ্ঞানীদের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদানের পর আকাশে উড়বে নামাঙ্কিত বেলুন। সঙ্গে সায়েন্স শো, কুইজ। লাইট ইলিউমিনেটস আভ দ্য স্টাডি অফ লাইট এনলাইটেল' শিরোনামে বলবেন ভূপতি চক্রবর্তী। 'ক্যারেক্টারাইঞ্জিং কালার: স্যর সি ভি রামন অ্যাট ওয়ার্ক' তথ্যচিত্র দেখানো হবে। তাপসকুমার বসুর সংগ্রহে রয়েছে ১৯২০ থেকে এখনকার সময়ের বিচিত্র ঘড়ির সম্ভার। তা থেকে ২৫০টি ঘড়ি নিয়ে 'সময়ধারণ যন্ত্রের প্রযুক্তিগত বিবর্তন' নামক প্রদর্শনী, চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত, প্রতিদিন সাড়ে ৯টা থেকে ৬টা। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠান গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে। সূচনায় স্বামী সুপর্ণানন্দ ও শুভব্রত রায়চৌধুরী। এর পর 'লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অফ প্রফেসর অশোককুমার বড়য়া' স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ। বলবেন শঙ্কর নাথ, অনিরুদ্ধ নাগ, পারিজাত চক্রবর্তী, স্লেহাসিক্তা স্বর্ণকার, সৈকতকুমার বস্। বিজ্ঞানীদের নিয়ে পড়য়াদের তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিজ্ঞানের মডেল, পাখির বাসা ফসিল ইত্যাদির প্রদর্শন। এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর হলে সারাদিনের অনুষ্ঠানে অশোককান্তি সান্যাল, ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমার রায়চৌধুরী, শ্যামল চক্রবর্তী, অরুণাভ মিশ্র, শঙ্কর নাথ। সঙ্গে সি ভি রামনকে নিয়ে প্রদর্শনী। সায়েন্স সিটি ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আয়োজনও এ দিন।



















